কেস স্টাডি:

রামেশ্বর তর্কবাগীশের নাতি ঈশ্বরচন্দ্র ছোটবেলায় কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেন। অসাধারণ মেধা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি বহু বই লিখে শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম ও মানবিকতার জন্য তিনি আজও স্মরণীয়।

১. ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের কোন গুণটি তাঁকে সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ করে তুলেছিল?

অলসতা

কঠোর পরিশ্রম ও মেধা

ধনসম্পদ

ভ্রমণের ইচ্ছা

২. 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পাওয়া থেকে তাঁর কোন গুণের পরিচয় পাওয়া যায়?

জ্ঞান ও মেধা

সম্পদ

শারীরিক শক্তি

ভ্রমণপ্রিয়তা

উত্তর: ক) জ্ঞান ও মেধা

৩. ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে কোন বক্তব্যটি সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

নিজের উন্নতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

জ্ঞান অর্জন করে সমাজের উপকার করা উচিত।

সমাজের সমস্যার কথা ভাবা উচিত নয়।

শিক্ষা শুধু ছেলেদের জন্য।

৪. ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের কোন ঘটনাটি সমাজসংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত?

সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়া

‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি পাওয়া

বিধবা বিবাহের জন্য আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা

বই লেখা।

৫. মন্তব্য : ঈশ্বরচন্দ্রকে সমাজসংস্কারক বলা হয়।

কারণ: তিনি মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ও বিধবা বিবাহের জন্য কাজ করেছিলেন।

৬. ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনকে একটি সূত্রে প্রকাশ করলে কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে?

জ্ঞান + পরিশ্রম + মানবসেবা

ধন + খ্যাতি + আরাম

শক্তি + সাহস + ভ্রমণ

আনন্দ + খেলা + বিশ্রাম

৭) আজকের কোনো শিক্ষার্থী যদি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন থেকে একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে কোনটি গ্রহণ করা সবচেয়ে উপযুক্ত?

উত্তর: কঠোর পরিশ্রম করে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই জ্ঞান সমাজের কল্যাণে কাজে লাগানো।